সমকাল

তারিখ ... 30 JAN 2018 ...
পৃষ্ঠা ... ১২ ... কলাম ... ২ ...

কটিয়াদীতে স্কুলে আবারও সাবেক এমপির তালা

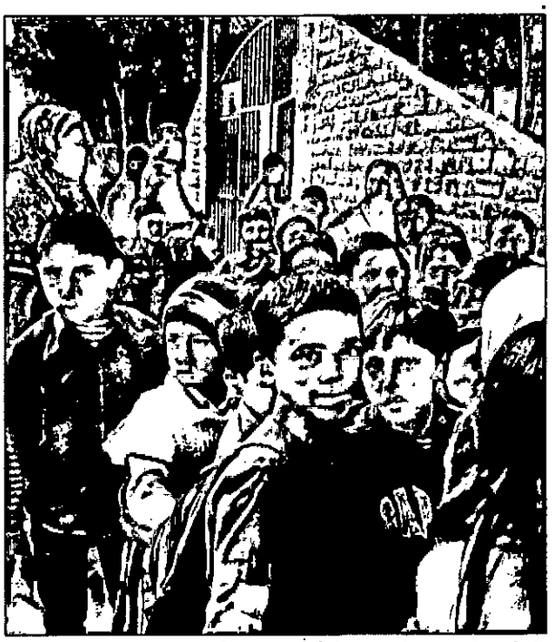

সোমবার কিশোরগঞ্জের কটিয়াদী উপজেলার গচিহাটা পল্লী একাডেমি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের তালাবদ্ধ গেটের সামনে শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা ■ সমকাল

■ কটিয়াদী (কিশোরগঞ্জ) প্রতিনিধি

কিশোরগঞ্জের কটিয়াদী উপজেলার সহস্রামধুলদিয়া ইউনিয়নের গচিহাটা পল্লী একাডেমি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়টি আবারও তালাবদ্ধ করে দিলেন সাবেক সাংসদ মেজর (অব.) আখতারুজ্জামান রঞ্জন। ফলে পাঠদান বন্ধ হয়ে গেছে বিদ্যালয়টিতে।

গতকাল সোমবার সকালে প্রতিদিনের মতো ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষকরা স্কুলে এসে দেখতে পান, তাদের স্কুলে প্রবেশের পথের মেইন গেট ও স্কুল তালাবদ্ধ। ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থেকেও ক্লাস করতে পারেনি স্কুলটির শতাধিক শিক্ষার্থী।

শিক্ষকরা জানান, দুপুর ১টার দিকে স্কুল কমিটির সভাপতি ও সাবেক বিএনপিদলীয় (বহিষ্কৃত) সাংসদ মেজর আখতারুজ্জামান রঞ্জন স্কুলের সামনে এসে শিক্ষকদের চলে যেতে বলেন। না গেলে শিক্ষকদের পুকুরের পানিতে চুবানো হবে বলেও হুমকি দেন তিনি। ফলে ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক ও অভিভাবকদের মাঝে আতঙ্ক বিরাজ করছে। এর আগেও গত বছরের

■ পৃষ্ঠা ৪ : কলাম ৩

কটিয়াদীতে স্কুলে আবারও

[১৯ পৃষ্ঠার পর]

২২ মে আখতারুজ্জামান স্কুলটিতে তালা মেরে শিক্ষকদের বের করে দেন। দৈনিক সমকালসহ বিভিন্ন জাতীয় পত্রিকায় সংবাদ প্রকাশ হওয়ায় দীর্ঘ ৩৯ দিন পর জেলা প্রশাসন তালা ভেঙে ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষকদের স্কুলে উঠিয়ে দিয়ে যান।

জানা যায়, ১৯৮৮ সালে গচিহাটা পল্লী একাডেমি প্রতিষ্ঠা করেন সাবেক সংসদ। ২০০৫ সালে সরকারের নীতি অনুযায়ী ৩৩ শতাংশ জায়গা সরকারের নামে রেজিষ্ট্রি করে দেওয়া হয়। ২০১৩ সালে ১ জুলাই স্কুলটি জাতীয়করণ করা হলে শিক্ষকরা বকেয়া বেতন আট লাখ সাতান্ন হাজার টাকা পান। তখনই তার বিরোধ দেখা দেয় শিক্ষকদের সঙ্গে। শিক্ষকদের ওই টাকা গচিহাটা ন্যাশনাল ব্যাংকে স্কুল হিসাব নম্বরে (৩৪০০০০১৬) জমা দিতে চাপ দেন সাবেক সাংসদ। শিক্ষকরা টাকা জমা দিলে তিনি তা উত্তোলন করে নিয়ে যান। পরে শিক্ষকরা ব্যাংকে টাকা জমা দিতে না চাইলে তিনি স্কুলে তালা মেরে দেন।

এ বিষয়ে আখতারুজ্জামান বলেন, 'আমি ৩৩ শতাংশ জমি দিয়েছি। তারা সেই জায়গায় ঘর তৈরি করে যাবে। আমার জায়গা ছাড়ার জন্য ছয় মাস ধরে তাদের বলছি। বাধ্য হয়ে আমি স্কুলটি বন্ধ করে দিয়েছি।'

স্কুল জাতীয়করণ হলে ব্যক্তিমালিকানা থাকে কি-না সে প্রশ্ন করলে তিনি বলেন, 'স্কুল জাতীয়করণ হয়েছে এ রকম কোনো চিঠি আমাকে কেউ দেয়নি। তা ছাড়া আমি সভাপতি আমার স্বাক্ষর ছাড়া কীভাবে তাদের বেতন হচ্ছে তা আমি জানি না।'

এ বিষয়ে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ইসরাত জাহান কেয়া বলেন, 'জেলা প্রশাসনের নির্দেশে স্কুলটিকে আমরা চালু করব এবং দায়ী ব্যক্তির বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

কটিয়াদী থানার ওসি জাকির রব্বানী বলেন, বিষয়টি আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর মিটিংয়ে আলোচনা হয়েছে। উপজেলা প্রশাসন ও পুলিশ প্রশাসন এ ব্যাপারে আইনানুগ ব্যবস্থা নেবে।

কিশোরগঞ্জ জেলা প্রশাসক আজিমউদ্দিন বিশ্বাস বলেন, একটি সরকারি স্কুল যে কেউ এভাবে বন্ধ করে দিতে পারে না। স্কুলটিতে পাঠদান স্বাভাবিক করতে প্রশাসন যে কোনো ব্যবস্থা নিতে প্রস্তুত রয়েছে।